দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ OCT 31 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

আইটি শিক্ষার দুরবস্থা

সাবমেরিন কেবল ও স্যাটেলাইট-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া মানে আইটি সেক্টরের উন্নতি নয়। অথবা স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট সেবা দেয়া মানে এই নয় যে আমরা আইটি সেক্টরে উন্নতি করছি। কম্পিউটার সেক্টরে উন্নতি করতে হলে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন ট্রেন ও প্লেনের টিকেট বুকিং, বিভিন্ন টেন্ডার ইস্যু করা, বিজ্ঞাপন দেয়া, পরীক্ষার ফল প্রকাশ, ব্যাংকিং সেবার উন্নয়ন স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিসহ স্বল্প ও দ্রুততম সময়ে নির্বাচনী প্রচারণা। এ জন্য প্রয়োজন কম্পিউটার সম্পর্কে বেসিক কিছু কোর্স। এইসব কোর্স স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে শেখাতে হবে। আর তাই প্রয়োজন আইটি সেক্টরের দক্ষ লোক। এতে যন্ত্রের সঠিক ব্যবহার এবং সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত হবে।

কিছুদিন আগে সংবাদ মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, সরকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজে স্বল্প মূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করছেন। স্কুল-কলেজ অবাধ ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে দেশের শিক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধ হুমকির মুখে পড়তে পারে। তাই সরকারের উচিত ইন্টারনেট ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। তা না হলে দেশে সাইবার ক্রাইম অনেক বেড়ে যাবে। এখানে দক্ষ এবং কম্পিউটার পারদর্শী শিক্ষক/ প্রভাষকদের একটি বড় ভূমিকা কিন্তু থেকেই যায়। যাঁরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের কাছে আধুনিক বিজ্ঞানের ভালো দিকগুলো তুলে ধরবেন এবং খারাপ দিকগুলো বর্জন করার জন্য উৎসাহিত করবেন।

সরকারি কোনো কলেজ ও স্কুলে কম্পিউটার বিজ্ঞান কম্পিউটার শিক্ষার জন্য কোনো প্রভাষক ও শিক্ষক নেয়া হয় না। কিন্তু প্রায় সকল সরকারি কলেজে ও স্কুলে এ দু'টি বিষয় রয়েছে এখন পর্যন্ত বিসিএস-এর মাধ্যমে কোনো প্রভাষক নিয়োগ করা হয়নি। অবশ্য এ বছর নিবন্ধন পরীক্ষার মাধ্যমে কম্পিউটার প্রভাষক/ সাধারণ শিক্ষক পদ নিবন্ধনভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে কোনো বিষয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি এবং সরকার অনুমোদিত কোনো ট্রেনিং সেন্টার থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্তরা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, নিবন্ধন পরীক্ষায় যে সিলেবাস অনুমোদন করা হয়েছে তা আমাদের দেশের এসএসসি পাস করা যে কোনো ব্যক্তি তিনচারদিন পড়াশোনা করে ভালো নম্বর পেতে পারেন। সিলেবাসটি অত্যন্ত নিম্নমানের হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রায় সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স/ ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় পড়ানো হয়। আমাদের দেশে বর্তমানে দেড় থেকে দুই হাজার ছেলেমেয়ে এই বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করছে। এই ছেলেমেয়েদের অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করার মতো সেক্টর বাংলাদেশে খুবই কম। এদের একটি বড় অংশ দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে কাজ করছে।

বেশ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়েছে, এদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর বেশিরভাগ কম্পিউটার ডিপ্লোমা ও ট্রেনিংপ্রাপ্তদের সঙ্গে কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রির কোনো পার্থক্য বোঝেন না। সবার ধারণা Ms word, Ms-Excell সহ কিছু multi media software চালানো শিখলেই কম্পিউটারে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, সকল ডিপ্লোমা কোর্স এইসএসসি পাসের সমমান।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমানে বিভিন্ন দেশ ই-পাসপোর্ট এবং ই-টিকেট ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও পাসপোর্ট লেখা হয় হাতে। যেখানে টাইপ রাইটার ব্যবহার করাও হয় না সেখানে কম্পিউটারের ব্যবহার দ্রুত করার জন্য এখনই দরকার শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে কম্পিউটার সংক্রান্ত বিভিন্ন বেসিক কোর্স চালু করা। এর জন্য চাই দক্ষ শিক্ষক ও প্রভাষক। তাই সরকারের উচিত দ্রুত বিসিএস-এর মাধ্যমে কম্পিউটার বিজ্ঞানের প্রভাষক নিয়োগ করা। এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বিজ্ঞানে দক্ষ লোকদের নিয়োগের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তিতে জ্ঞান অর্জন এখনই প্রয়োজন। তা না হলে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি খাতসহ অন্যান্য খাতে ব্যবধান দিন দিন বাড়বেই।

তৌহিদ আহমেদ,
২১৭/১ দক্ষিণ পাইকপাড়া, মিরপুর ১, ঢাকা ১২১৬।